ভোরের কাগজ

তারিখ : 24 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভোরের কাগজ

শামসুন নাহার হলে বর্বর পুলিশি হামলা

থলের বিড়াল বেরোবার ভয়ে ৮ মাসেও তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট নেই

রাশিদুল হাসান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন নাহার হলে পুলিশের বর্বর হামলার ঘটনায় গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রদানের পর ৮ মাস অতিবাহিত হলেও ঐ রিপোর্ট এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

একই ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের পৃথক দুটি তদন্ত রিপোর্ট প্রদানের কথা থাকলেও সেগুলোর অবস্থাও তথৈবচ।

সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হলে সরকার বেকায়দায় পড়তে পারে—এ আশঙ্কায় ঐ রিপোর্ট চেপে রাখা হয়েছে। এ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক এবং বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ক্ষোভ এবং হতাশা ব্যক্ত করেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রদানের কয়েকদিন পর আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির প্রধান স্থানীয় সরকার মন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভূঁইয়ার কক্ষে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে ঐ রিপোর্ট নিয়েও আলোচনা হয়। তবে এ বিষয়ে পরবর্তীতে আর কোনো আলোচনা হয়নি বলে জানা যায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে 'ওপর মহলের' প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে এডিসি রহিমের নির্দেশে পুলিশ শামসুন নাহার হলে প্রবেশ করে বলে উল্লেখ করা হয়। এই 'ওপর মহল' সম্পর্কে জানা যায়, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর ইঙ্গিতেই পুলিশ ঐ হলে প্রবেশ করে।

সূত্র জানায়, বিচার বিভাগীয় তদন্ত রিপোর্টে ১১টি তথ্য উদঘাটন এবং ১০টি সুপারিশ করা হয়। এতে বলা হয়, ২৩ জুলাই মধ্যরাতে শামসুন নাহার হলের ২৩৫ নম্বর কক্ষে কোনো মারামারি হয়নি ছাত্রীদের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করে রিপোর্টে বলা হয়, ছাত্রদল নেত্রী লিপি জানালার কাঁচ ভাঙে এবং চিৎকার হট্টগোল করে মোবাইলে সেটি বাইরে জানিয়ে একটি অজুহাত সৃষ্টি করে, যাতে পুলিশ ২৩৫ নম্বর কক্ষে প্রবেশ করে ছাত্রদলের মেয়েদের প্রটেকশন দিয়ে রাখতে পারে। কারণ সেই রুমে অস্ত্র ছিল এবং লুসি, শাস্তা বের হয়ে গেলে অস্ত্র রাখার ঘটনা ফাঁস হয়ে যেতো বলে উক্ত তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়। তদন্ত রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, রাত ১২টা সাড়ে ১২টার আগেই লুসি, শাস্তা লিপি ভিসি, প্রোক্টর এবং ওপর মহলের সঙ্গে মোবাইল ফোনে আলাপ করেছিলেন এবং সেই মোতাবেক সিদ্ধান্ত হয় ২৩৫ নম্বর কক্ষে গিয়ে পুলিশ ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের প্রটেকশন দেবে।

তদন্ত রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, কমিশন যদিও স্পষ্ট করতে পেরেছে ওপর মহলের কোনো

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

থলের বিড়াল বেরোবার ভয়ে ৮

● প্রথম পাতার পর

এজনের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে এডিসি রহিম রাত সাড়ে ১২ টায় ও সাড়ে ৩টায় পুলিশকে হলে প্রবেশ করার নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে তিনি আবারো পুলিশকে হলে প্রবেশ করার এবং কিছু ছাত্রীকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিলেও প্রত্যক্ষ সাক্ষী না থাকায় তাকে/তাদেরকে রাতে হলে পুলিশ ঢোকানো, কিছু ছাত্রীকে গ্রেপ্তার এবং মিথ্যা মামলা সাজানোর জন্য দায়ী করা গেলো না।

রিপোর্টের এসব দিকসহ না জানা আরো অনেক বিষয় প্রকাশিত হলে সরকারের ইমেজ ক্ষুণ্ন হবে—এ আশঙ্কায় রিপোর্টটি এখনো ফাইলবন্দী অবস্থায় রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।

গত ২৩ জুলাই শামসুন নাহার হলে পুলিশের বর্বর হামলা চালানোর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের গণআন্দোলন গড়ে উঠলে সরকার বিক্ষোভ প্রশমিত করতে বিচারপতি তাফাজ্জাল ইসলামকে প্রধান করে এক সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে কমিশনও অক্টোবরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে উক্ত তদন্ত রিপোর্ট পেশ করে।

একই ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটি ১৬ অক্টোবর তাদের রিপোর্ট পেশ করে। তবে উক্ত রিপোর্ট দায়সারা গোছের বলে জানা যায়। রিপোর্টে কার নির্দেশে পুলিশ ছাত্রীদের ওপর হামলা চালায় সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। রিপোর্টটি নিয়ে সিন্ডিকেটে আলোচনা করা হলেও রিপোর্টের ভিত্তিতে তেমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ এবং উপউপাচার্য অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার রিপোর্টটি পড়ে পরবর্তী পর্যায়ে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা থাকলেও বিষয়টি আর অগ্রসর হয়নি।

পুলিশ বিভাগও একই ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি করার কথা বললেও পরবর্তীকালে কোনো কমিটিই গঠিত হয়নি।

এদিকে বিচার বিভাগীয় তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত না হওয়ার ঘটনায় ক্ষোভ এবং হতাশা ব্যক্ত করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্র ছাত্রীরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এ সম্পর্কে বলেন, রিপোর্টটি প্রকাশ না করে সরকার অন্যায় এবং অন্যায্য কাজ করছে।

অধ্যাপিকা তাসনীম সিরাজ মাহবুব এ সম্পর্কে বলেন, তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত না হওয়ার ঘটনায় আমি খুবই হতাশা বোধ করছি। তিনি বলেন, যারা এ ন্যাক্কারজনক কাজ করলো তাদের শাস্তি তো দূরে কথা, পরবর্তী সময়ে তাদের অনেককে পুরস্কৃত করা হয়েছে প্রমোশন দিয়ে।

তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ না করায় তীব্র ক্ষোভ এবং প্রতিবাদ জানিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক সাইয়েদা আক্তার বলেন, আসলে এই তদন্ত রিপোর্টই নয়, সরকারের কোনো কিছুই জনগণ জানতে পারছে না। এ সবই একই সূতায় বাঁধা। তিনি বলেন, যে ঘটনায় সারা দেশের মানুষ ধিক্কার জানিয়েছে সেই ঘটনায় গঠিত তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ না করে সরকার তার 'স্বৈরাচারী' মনোভাবের স্বরূপ আরেকবার প্রকাশ করলো।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেত্রী মর্জিনা খাতুন এবং সোনিয়া আফরোজ অবিলম্বে তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন। তারা বলেন, তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশে ব্যর্থতা গোটা জাতির জন্য লজ্জাজনক।